আবু হোসেন

বা

[illegible]

(কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য)

(১৩০০ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

আবু হোসেন	বোগদাদের জনৈক যুবক।
হারুন-অল-রসিদ	বোগদাদের কালিফ।
উজীর	ঐ মন্ত্রী।
মস্রুর	ঐ ভৃত্য।
গোলাম	ঐ ভৃত্য।

স্ত্রীগণ

রোশেনা	হারুণ-অল-রসিদের পালিতা কন্যা।
বেগম	হারুণ-অল-রসিদের স্ত্রী।
আবু হোসেনের মাতা	
দাই	বেগমের পরিচারিকা।

ইয়ারগণ, নর্ত্তকীগণ, [illegible], বিচারপ্রার্থী পুরুষ ও স্ত্রীগণ,
জল্লাদ, বৈতালিক, প্রতিবেশিগণ, হাকিম স্ত্রীগণ,
ইমাম ইত্যাদি।

আবু হোসেন

প্রথম অঙ্ক

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু হোসেনের বাটী।

(আবু হোসেন, ইয়ারগণ ও নর্ত্তকীগণ)

ইয়ারগণ— (গীত)

ভূপালী (মিশ্র)—দাদ্‌রা।

ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা ক্যায়া রং বেদম্।
আঁখিয়া লাগে লাল,
নেশা চল্‌তা হ্যায় ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥
হুইস্কি ডাক, মং দেও ফাঁক,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়াও কাক্,
লিজিয়ে পিজিয়ে চম্ চম্ চম্ ॥

নর্ত্তকীগণ— (গীত)

হেল্‌কে দোল্‌কে ধীরি ধীরি,
মার নয়না ছুরী,
পি লেনা কিরা মেরি।
রুমে ঝুমে আঁচোরা ঝাঁপ বদনমে,
আজ যৌবন কা দিন্, ছোড় দে না সরম,
পায়েলা বাজে হে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥

১ম ই। ব্রাণ্ডী লে আও।
২য় ই। হুইস্কি লে আও।
৩য় ই। কি বাহার,—ক্যা মজাদার।

(আবুর মা'র প্রবেশ)

আ-মা। জানি গোলায় যাবি,
মদ কোথায় পাবি?
এই নে চাবি, বাক্স খালি।

আবু। বল কি মা, বাক্স খালি?
ইয়ার আয়েরেতে—এদের কি বলি?
আজ রাতটা মান রেখে কি ক'রে চলি।
এই আংটী বাঁধা দাও, দেখ টাকা যদি পাও,
নইলে মাথা কাটা যায়, হায়, হায়, হায়!
বাক্স খালি,
এমন মজার রাত্তির মদ নেই যে ঢালি।

আ-মা। আজ যেন বাঁধা দিবি,
কা'ল কোথায় টাকা পাবি?
এর পর ইয়ার আন্‌বি মদ দিবি,
আপনি খাবি,
ওদের দিবি, কাজেই টাকা চাবি।
তার চেয়ে আজ বল্, ওরে ভাই,
আর আমার টাকা নাই,
যদি তোমাদের মদ চাই, টাকা দাও,
আমি আন্‌তে যাই।
শুনবে বালাই,
এরা কি বলে বুঝবো তাই।

আবু। আচ্ছা, তাই বল্‌ছি,
যখন টাকা নাই, তখন সাম্‌লে চল্‌ছি!

আ-মা। বেশ! বেশ! বেশ! বুঝলি শেষ।
কেউ টাকা দেবে না,
তোর মতন ত বোকা না।

আবু। মা, তুমি জান না।
আমার দোস্তরা সব দানা,
আমার টাকা নেই,
এখন ওরা দেবে খানা,
সরাব কত আস্‌বে, তার কি ঠিকানা?

[আবুর মা'র প্রস্থান।

সকলে। মদ লাও,—ব্রাণ্ডী লাও!

আবু। ওহে ভাই! আমার যা ছিল, সব গেছে.
এখন যদি মদ চাও ত,
আন্‌তে হয় আংটী বেচে,
পড়েছি ভারি প্যাঁচে।

১ম ই। আরে যাও, ব্রাণ্ডী লে আও,
ঠাট্টা রেখে দাও।

আবু। না হে, ঠাট্টা নয়, তা হ'লে কি দেরী হয় ?
এতক্ষণ বোতল আস্‌তো ঝাঁকে ঝাঁকে,
এমনি ক'রে কি থাকে ?
আমি ত এত দিন চালিয়ে এলুম,
তোমরা এখন চালাও,
টাকা দাও—মদ এনে দিচ্ছি খাও,—
কি হে তুমি দেবে ?

১ম, ই। আমার ভাই শুদ্ধি রেস্ত,
তবে তুমি দোস্ত,
আস্‌তে বল এসে খাই,
টাকা ছাড়তে হবে—
অমন ইয়ারকীর মুখে ছাই।

আবু। তুমি কিছু ছাড় না ভাই ?

২য়, ই। হাত বাড়ালে ত মন্ত,
আমি গেরস্ত নাই রেস্ত-ফেস্ত।
মদ আস্‌তো, দু' ঢোক খেতুম বাদ !

আবু। তুমি কি বল ?

৩য়, ই। চল হে চল, ইয়ারকি ফুরুলো ;
ওর বাড়ী, আমি টাকা ছাড়ি,
দোস্তগিরির মুখে ঝাঁটার বাড়ি !
চল, ঘোঁ পাড়ি।

[ইয়ারগণের প্রস্থান।

১ম, ন। ওদের তাড়া ... না কি ?

২য়, ন। ছি ছি ... র ডাকি।

আবু। টাকা নেই, মদ নেই, ডাকবে কি ?

২য়, ন। টাকা নেই, তবে আবার কি পাব ?

আবু। ভয় নেই, আমি দেবো দেবো,
এবার যে দিন এ দিক দে যাবে,
আমি ডেকে দেবো,
তোমাদের টাকা তোমরা কড়ায় গণ্ডায় পাবে।

২য়, ন। সে কি ?

৩য়, ন। দেখছ কি, ও দমবাজ, সব ফাঁকি।

১ম, ন। ওলো আয়, আয়, ... নেই বলাবলি।

আবু। এত দেরি, এত মাথা...
এক দিন দেরি সইল না কি ?
ফিরে এসো, টাকা দিচ্ছি, যাকে ...

১ম, ন। আর কি ঠকি ?

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

আবু। ও মা ! ও মা ! বড় পেয়েছি দা,
আর না, দোস্তি ফোস্তি সব ফাঁকি —

(আবুর মা'র প্রবেশ)

আ-মা। তাই তো তোকে বলি,
এখন ঠেকলি, তবে শিখলি ;
ওদের মুখের ইয়ার খালি।

আবু— (গীত)

গৌরী (মিশ্র)—কাহারবা।

আমার সরল প্রাণে ব্যথা লেগেছে।
বুঝেছি, শিখেছি ঠেকে,
সোনার স্বপন ভেঙ্গে গেছে।

আ-মা। খৎ দে নাক, বালাই যাক,
তুই সুখে থাক্ ;
বেইমানি ও বাহুমনি দেখ তুমি মুখে মুখে !

আবু। খাইয়ে দিছি মুখে তুলে,
সে সকল কি গেল ভুলে ?

আ-মা। তুই উদোমাদা, তোর প্রাণ সাদা,
ঘুচলো ধাঁধা,
দেখলি ত কেউ চাইলে না মুলে—

আবু। সময়ে সকলে সখা
অসময়ে চ'লে গেছে।
মা, তবে কি করি ?
কখন ত করি নাই চাকরী-বাকরী,
আমার সংসার ভারী,
কি বল দেখি উপায় তারি।

আ-মা। কিসের ভাবনা ? নগদ টাকা গেছে,
জমী জমার আসবে খাজনা ;
পরে ব'সে কর বাবুয়ানা !
পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খা না ?
একটু ভাবিস্ না,
তুই ফূর্ত্তি কর্ ষোল আনা।
তবে ওদের আর ঘরে ডেক না,
ঐটে আমার মানা।

আবু। আবার ? আমি কি তেমি নচ্ছার
এই নাক মোচড়া, কান মোচড়া,
ওদের মুখ যদি দেখি আর !
বেইমানির কি আছে পার ?
এদ্দিন খেলি যার,
তার কি এই শুধলি ধার ?
মা, সে ভাবনা নাই তোমার।

আ-মা। বটে তো—বটে তো—বটে তো।
বুদ্ধি তো আছে তো ঘটে তো,
জেনেছ চিনেছ একচোটে তো ?

আবু। তবে কি জান ?

আ-মা। ও আবার কি কথা জান ?

আবু। আমি একলা পারি কি খেতে,

কারুর সঙ্গে কথা না কইলে
আমার ঘুম হয় না রেতে ;
তাই ভাবছি,
আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌বো পথে,—
বিদেশী যাকে দেখবো যেতে ;
(এ সহরের নয়, সহরের পারে গড় ।)
বিদেশী যারে দেখবো যেতে,
নিয়ে আসবো সাথে,
ধুমধাম কর্‌বো না,
যা যোটে তা দেব পাতে !

আ-মা । ক্ষতি নাই তাতে ।

আবু । চল্লে যাই যদি কাকেও পাই ।

আ-মা । দেখ, আর জুটিও না ও সব বালাই ।

আবু । আর বেইমানদের মুখ চাই ?

[প্রস্থান ।

আ-মা । যদ্দিন থাকি,
ঘর-দোর সব পরিষ্কার রাখি ;
খরচ করে বেজায়,
দু হাতে ওড়ায় যা পায়,
বাড়াবাড়িটা চেপে যায়,
তা হ'লে ওরে কে পায় ?
স্বচ্ছন্দে বসে খা না কেন পা দিয়ে পায় !

(আবু হোসেন ও ছদ্মবেশী হারুণ-অল-
রসিদের প্রবেশ)

আবু । মা, মা ! চাই যা, ঘর থেকে বেরুতেই তা ।

(গীত)

কালাংড়া—দাদ্‌রা ।

বহুত দানাদার মিলা মুসাফীর !

আ-মা । আরে কাঁহা মুসাফীর !
আরে ক্যায়সা মুসাফীর !

আবু । হিয়া দানাদার দেখ মুসাফীর ।

হারু । দৌলতখানা মে ময় হাজির হুঁ
ময় নোয়াওয়ে শির ।

আ-মা । আমীর কা বাচ্ছা, আদমী আচ্ছা,
বহুত সাঁচো, উমের কাচ্ছা,

আবু । যব্‌নি বাহার গিয়া,
মতলবসে চুনলিয়া,

আ-মা । গরীবখানামে জেরা আইয়ে মিঞা ।

হারু । এ আমীরকা ঘর যেয়া লাগতা কিকির ।

আ-মা । বহুত মিঠাবাত
শিখা হায় কর্‌তো জাহির ।

আবু । আজ রাত্তি কো সমঝে গা বেশ্‌তাগর ;
মা, আমি খানিক করি জান পছানা,
তুমি তৈয়ারি কর খানা, জলদি আন্ না ।

আ-মা । খানা তৈয়ারি ।

আবু । কি কি কি ! পেকিয়েছ কি কি ?

আ-মা । বেশ তোফা সক বালাম,
আর পেঁজ দিয়ে মুরগীর ছালাম !

আবু । বেশ ! বেশ ! বেশ !

আ-মা । আর বড় বড় গুগ্‌লীর ভর্ত্তা,
আর ব্যায়গুণ কা কোপ্তা,
গুঁড়ো মছলির কাবাব ।
আর এনেছিলাম বক্‌রীর খুর এক পাব,
তারি চাটনী পেকিয়েছি ।

আবু । তোফা, তোফা, তোফা ! তবে নিয়ে এস

আ-মা । তোমরা যেজে গিয়ে বসো ।

[প্রস্থান

আবু । আসুন ! বসুন সদাগর !
এ আপনার ঘর ।
আপনার চাকর বসুক কাকে,
ডেকে যাকে দু ডিম দিচ্ছি তাকে ।
খালি খালি খালি,
কি বলো সদাগর, একটু সরাব ঢালি ?
দু'বোতল লুকনো ছিল, একটু ঢালা যাক,
কি বলো, কি বলো ?

হারু । সে ত আচ্ছাই হলো—সে ত আচ্ছাই
হলো । এ দোস্তি হরদিন থাকবে তো ?

আবু । না ভাই, আজ রাত্তিরের মত ।
আমি বড্ডো দাগা পেয়েছি,
তবে যে বেঁচে আছি,
সে কেবল খোদার মেহেরবাণী ।

হারু । আমি তো শুনুনুম সে সব কাহিনী ।

আবু । একবার ঠেকে শিখে হয়েছি পোক্ত,
দিব্য করেছি শক্ত ;
একদিন বই আর কারুর সঙ্গে মিশবো না,
আমার মায়ের মানা ।

(খাবার লইয়া আবু হোসেনের মা'র প্রবেশ)

আ-মা । এই নাও, মোটা ক'রে চুপরাস নাও,
একটু বকরীর ঠ্যাং টাকনা দাও,
আগে একটু মুখে দাও মছলীর কাবাব,
তার পর যত পার খাও সরাব !

আবু। মা! তুমি যাও, বাইরে এক গোলাম ব'সে,
তারে কিছু দাও।

[আবুর মা'র প্রস্থান।

হারু। আচ্ছা, তুমি কি আর বন্ধুত্ব করবে না?
আবু। না, প্রাণে বড্ডো পেয়েছি ঘা।
হারু। তুমি যে ভাই এত যত্ন করলে,
খাওয়ালে দাওয়ালে—
আবু। দেখছি তুমি বড় আচ্ছা মানুষ!
যদি ফিরে না খেতুম,
তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতুম।
হারু। সে ভাই, আমার বক্ত, কিন্তু যেমন তুমি এত আদর করলে, তোমার যদি কিছু উপকার করতে পারতুম তো করতুম।
আবু। আমার আর কি উপকার করবে?
যা আর ছায়, যা আছে তাতে চ'লে যায়।
রোজ একজন ক'রে অতিথ আনবো ধ'রে,
খানিক রাত কেটে যাবে সোর-সারে!
তার পর দিনকতক গেলে,
চ'লে যাব মক্কায়।
হারু। তোমার কি কোন সাধ নাই?
আবু। এক রকম নাই বই কি ভাই,—
তবে কি জানো আমার বড় হাই,
একদিন যদি বাদশাইটা পাই,
তো হুকুম চালাই,
কেমন বদমায়েস এমাম, বুঝে নেই তাই।
হারু। কোন্ এমাম, কোথায় থাকে?
আবু। ঐ যে দরিয়ার ধারে, দরগা রাখে,
যে যায় তারে তাকে
আর ফাঁকি দেয় যাকে তাকে।
একবার মাকে ঠকিয়ে পয়সা নিয়েছিল,
পেলে একবার কোঁড়ার চোটে,
ধোরাই পাকে পাকে,
বলি, "কেমন, এখন হ'লো?"
হারু। কার অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে বলো?
আবু। আর ঠাট্টা কেন? একটু মদ ঢাল, খেয়ে ঘুমাই গে চলো।
হারু। তুমি এক পেয়ালা নাও, আমায় এক পেয়ালা দাও!
(অহিফেন-মিশ্রিত করিয়া মদ্য প্রদান)
আবু। (পান করিয়া) বহুত আচ্ছা! তোম্ বড় আদমী সাচ্ছা।
এ পেয়ালা বড়া মজাদার,
ঘুম আসছে আমার,
ফরাসের উপর শুই,—
উঠতে পারি না আর।
হারু। (গোলামের প্রতি) শুন।

(গোলামের প্রবেশ)

গোলাম। হাজের বান্দা!
হারু। একে তোল।
গোলাম। যো হুকুম রসুল!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ।

(দরবেশগণের প্রবেশ ও গীত)

রাম রহিম না জুদা করো,
দিল্‌কো সাচ্চা রাখো জী;
হাঁজি হাঁজি করতে রহো,
দুনিয়াদারী দেখো জী।
জব যেসা তব তেসা হোয়ে,
সদা মগন মে রহে না জী;
মট্টি মে ইয়া বদন বনি হ্যায়,
ইয়াদ হরদম্ রাখ না জী।
জব তক্ সকো ফরক্ রহো ভাই,
যিস্ বিস্ কামমে মানা জী,
কেয়া জানে কব দম্ ছুটেগা,
উস্‌কো নেহি ঠিকানা জী!
দুস্‌মন তেরা সাথ ফির্‌তা,
দেখো ভাই সব সকো জী,
দুস্‌মন্‌সে বাঁচানে ওয়ালে,
উন্ বিন্ হ্যায় নেহি কো জী।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটী।

(আবু হোসেন নিদ্রিত—হারুণ-অল্‌-রসিদ ও উজীরের প্রবেশ)

হারু। শোন উজীর! আজ আমি এক তামাসা করবো। ঐ যারে এনেছি, আমার পোষাক পরিয়েছি, ও বড় মজার লোক, আমি কা'ল সকাল

ছদ্মবেশে সহরে ভ্রমণ করতে যাই, ওর সঙ্গে পথে দেখা হয়, ও একদিন বাদশাই চায় ; আমি ওর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব—আজ ওকে বাদশাই দেব। জাগলে পর বাদশা ব'লে ওরে সেলাম দেবে। সকলকে শিখিয়ে দাও, যেন কেউ না হাসে—সবাই বাদশা ব'লো।

উজীর। জাঁহাপনার হুকুম তামিল হবে।

হারু। আমি সরাবের সঙ্গে আফিমের গুঁড়ো দিয়েছি, তাইতে ঘুমুচ্ছে, এখনি উঠবে, বাঁদিবাঁদীরা যেন কোনরূপে তাচ্ছীল্য করে না। রীতিমত সময়ে ওকে নিয়ে বসিও। আমার আজ্ঞার মত ওর আজ্ঞা পালন করবে।

উজী। যে আজ্ঞা জাঁহাপনা।

হারু। এস, আমরা অন্তরাল হ'তে দেখি।

উভয়ের প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণ ও রোশেনার প্রবেশ)

নর্ত্তকীগণ (গীত)

রামকেলি—দাদরা।

মিল আঁখি, চিড়িয়া মিঠি বোলে ;
মিল আঁখি, মিল আঁখি, মিল আঁখি ॥
প্রবাসিয়া বহত মিঠি হাওয়া,
ফুল চুমকে পাছি ঝমকে বারি চলে।
পূরব লাল, উঠে সোনেকা থাল,
হয় লালী জল, দেখ ভরপুর মখমল,
মাশুক হে গোঁহা কাঁহ আসক বুলবুল।
পিয়া পিয়া গোলাব হাসকে দোলে ॥

আবু। ও মা, পীরগীর এল—আমার কাছে এলো। আমায় পরীতে উড়িয়ে নিয়ে যায়। দরবেশ ত নিয়ে এসেছে ; কি হবে ! হায়, হায়, হায় !

নর্ত্তকীগণ — (গীত)

পিলু-বারোয়াঁ।

দেখ্ কা যৌবন ভিও পিয়ালা,
যে সা লালী আঁখি,
লালী সরাব ওসা ঢালা সাকি
জেরা মজেসে করনা খেলা।
গুল সরাবিয়া, দেকে সাকি আয়া,
আঁধারি রাতি সো পিয়া চলা,
জেরা মজেসে করনা খেলা।

সোনেকা রোশনি সুরজ ঢালে,
ময়না পিয়া, দেখ্‌না ছায়ী চলে,
রোশনি যে রোষিণী মিলে,
হোয়ে রোষিণী কো মেলা।
সুরথ সরাপ পিয়া,
সুরথ আঁখি মিলা হোয়ে রোষিণীকা মেলা

আবু। রমের ঘোর এখনও ছাড়েনি, এমন স্বপ্নও দেখিনি, আর খানিক ঘুমুই।

নর্ত্তকীগণ। জেগেছে জেগেছে।

কাফি (মিশ্র)—দাদরা।

ফুটলো অলি ফুটলো কত ফুল।
দোলে হায় মীনপ্রাণে সৌরভে আকুল ॥
ঝর্ ঝর্ ঝরে শিশির,
যেন মোতির পাঁতি নানা মণির,
পাখী গানে প্রাণে গানে তীর,—
আকাশে ঊষা হাসে, জলে কমল-ফুল ॥

আবু। আহা মরি, মরি ! স্বপনের গান কি সুমিষ্ট ! স্বপনের যেমন চেহারা, তেমনি ঘর, তেমনি পোষাক, তেমনি বিছানা, তেমনি গান ! স্বপ্নটা যদি সত্যি হতো আর সত্যিটা যদি স্বপ্ন হতো, তা হ'লে মজা যেতো দিয়েছিলুম।

মসরুর। জাঁহাপনা ! গা তুলুন, প্রভাত হয়েছে। ঈশ্বর উপাসনার সময় উপস্থিত। জাঁহাপনা, গা তুলুন।

(গীত)

টোরী-ভৈরবী—একতালা।

রুচির জ্যোতি কনক কিরণ,
গগনে নব-রবি সচেতন ;
রঞ্জিত রাগে, দশদিশি জাগে,
অনুরাগে পাখী ডাকিছে মানবে।
ধীর মধুর পবন পরশে,
কহে মৃদু মৃদু মাতো প্রেমরসে,
হের কুতুহলে পূজে স্থলে জলে,
অলসে কেন রয়েছ নীরবে ॥
বনরাজি সাজি কুসুমহারে,
প্রেমবারি ঝরে শিশির-ধারে,
গৌরব-রব বহে সৌরভ
আমোদ-মদ উদাসে উৎসবে ॥
সুন্দর প্রাতে সুন্দর সাথি,
সুন্দর শোভা হের মেলি আঁখি,

নেহারো আদরে, পরম সুন্দরে,
সুন্দর শোভা সুবিকাশ ভবে॥

আবু। স্বপ্ন ত সব দেখ্‌ছি, জাঁহাপনা কোথায়?

মশুর। বাদ্‌শানন্দ! আর বিলম্ব করবেন না। দরবারের সময় হয়ে এলো। সভায় আমীর ওমরা সব এসে উপস্থিত হয়েছে।

আবু। ইস্! এখনও গাঢ় নিদ্রা, সেই স্বপ্ন।

মশুর। বাদ্‌শানন্দ! গাত্রোত্থান করুন।

আবু। তাই তো, হায়, হায়! সর্ব্বনাশ হলো, আমার জিনিষে উড়িয়ে এনেছে। এই যে, এই যে, ওই সব বাঁদী, এই সব গোলাম! গরীবের বাছা পেলুম। সেইটি বলো কালাদেও, আমার গর্দান নিও না বাবা! আমায় ছেড়ে দেও এস, আমি এক জোড়া উট দেবো।

মশুর। জাঁহাপনা! এ কি নূতন কৌতুক করছেন?

আবু। বাবা কালাদেও! সাফ কথা বল, এ রকম কি বাবা! মদ খেয়ে বাবা ঢের ঢের ঘুমিয়েছি, এমন ঘুম দেখিনি, আর এমন স্বপ্নও কখন দেখি নি!

মশুর। জাঁহাপনা, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

আবু। বাবা কালাদানা! তোমাদের দেশে কি জাঁহাপনা বলে জবাই করে?

মশুর। জনাব! এ কি আজ্ঞা করছেন?

আবু। ঠিক বলেছ কালাদানা! এ কি—জবাই কোরবেই!

মশুর। জনাব যদি অধীনকে কৌতুক করা আপনার অভিপ্রায় হয়,—

আবু। জনাব! যদি অধীনকে কাবাব করা আপনার অভিপ্রায় হয়, তা অনুগ্রহ কোরে একবার আমার মা'র সঙ্গে দেখা করিয়ে আনুন।

মশুর। অধীনের প্রতি এরূপ বিড়ম্বনা!

আবু। কালাদানা! ঠিক আজ্ঞা করেছেন, আর অধিক বিড়ম্বনা কেন? বাবা দোহাই কালাদানা! মোষ, পাঁটা, ছাগল, ভেড়া, উট, হাতী যা চাও বাবা, আমি বাড়ী ঘর-দোর বেচে দেবো, আমায় ছেড়ে দাও। বলি বাবা, কথা কও না যে?

মশুর। জনাব!

আবু। বাবা কালাদানা! তুমি জনাব, জাঁহাপনা প্রভৃতি বচন ছাড়। হ'টো একটা গাল-মন্দ কর যে, ধাত পাই! গলায় ত ছুরী দেবেই, তা সাদা রকম ছুরী দাও। জনাবী ছুরী ছেড়ে দাও। কাটা ঘায়ে আর নুণের ছিটে কেন? ওগো পরীরে—তোমাদের পায়ে পড়ি, যা হয়, কৃপা ক'রে একটা রকম হুকুম হোক। মোষ পাঁটা নিয়ে কি ছাড়বে? না নেহাত জবাই করবে?

সহচরীগণ। খামিন! কি রকম আজ্ঞা কোরছেন?

আবু। আর রকম কি? প্রাণের দায়ে চেঁচাচ্ছি।

মশুর। হুজুর! পরিহাস পরিত্যাগ করতে আজ্ঞা হয়! সভাস্থ সকলেই অপেক্ষা করছে।

আবু। না, এ স্বপ্ন বটে! এখনো ঘোর ভাঙ্গে নি।

মশুর। জনাব! কি আজ্ঞা হয়?

আবু। আমি নেহাৎ জনাব; ঘুমিয়ে কি জেগে বাবা, দেখি—দাঁড়াও। স্বপ্ন হয়, তাও বুঝতে পারবো, আর স্বপ্ন না হয়, তোমার দাঁতের ধারটাও মালুম হবে। এস, এস, কান থেকে এক গরাস লও,—এস, কামড়াও,—কামড়াও!

মশুর। জনাব! কি বোলছেন?

আবু। বলি, আমি তো জনাব, আমার কথা রেখে এক কামড় কামড়ে দেখ। পারজান না নীলপরী! তুমিও এ পাশ থেকে একটা ঠোকর দাও।

রোশেনা। আজ্ঞে!

আবু। আর আজ্ঞে না, এস, এস, আমি ভাবটা বুঝি। (রোশেনা কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া) ওহো হো! ছাড়, ছাড়, ছাড়! এক রকম বুঝা গেল—স্বপ্ন যদি হয়, তো খুব দাঁত-ওয়ালা স্বপ্ন বটে।

(উজীরের প্রবেশ)

উজী। জাঁহাপনা! সভায় সকলে অপেক্ষা করছে।

আবু। এ আবার কি মূর্ত্তি বাবা! ওহে কালাদেও; কালাদেওকে তো সাধাসাধি করলুম, কিছু বলবে না, তুমি কিছু ব্যক্ত করবে? জবাই কর আর না কর বাবা, সাদা প্রাণে আর ধোঁকা দিও না—একটা স্পষ্ট কথা বলে ফেল। আমি আবু হোসেন। আমায় জনাব, খামিন, জাঁহাপনা এ সব বাক্যি কেন বাবা? আর এ বাদশার ঘরে

খেলে এত কুর্নিশের কারণটা কি? বাবা, দেও ছেড়ে দিয়েছ—পরী ছেড়ে দিয়েছ—

উজী। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর! দুর্জ্জনদমন! সুজন-পালন! ধর্ম্মের সেনাপতি! অধীনের সহিত আজ এ কিরূপ কৌতুক?

আবু। আচ্ছা বাবা! খুব তো ছড়া আওড়ালে। যা থাকে কুল-কপালে, আমি এক চাপ চেলে নি। স্বপ্নই হোক, আর সত্যই হোক, একবার বাদশাইগিরি চালি। তুমি তো উজীর?

উজী। জনাব! বান্দা হাজির।

আবু। চল, দরবারে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজসভা।

(সভাসদগণ, বিচারপ্রার্থী পুরুষ ও স্ত্রীগণ)

(বৈতালিকগণের প্রবেশ)

বৈতা-গণ— (গীত)

বিভাস—ঝাঁপতাল।

দুর্জ্জন সভয় মন, অভয় সুজনে।
কুরঙ্গ ভ্রমিছে রঙ্গে কেশরীর সনে॥
ফলে ফুলে মনোহরা, সুজলা শ্যামলা ধরা,
নাহি পাপ নাহি তাপ ধর্ম্মের শাসনে॥

[প্রস্থান।

১ম সভা। তোমরা গোলমাল ক'র না, বাদশা-হুজুর এসে এখনি তোমাদের বিচার করবেন।

(বাদশা-বেশী আবু হোসেনের প্রবেশ)

আবু। উজীর! বাঁকের দরগার এমামকে নিয়ে এস। আর তার সঙ্গে যারে পাও, তারে ধ'রে নিয়ে এস।

২য় সভা। ধর্ম্ম-অবতার! এ উভয়ের আরজ শুনতে আজ্ঞা হয়। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি না। হুজুর যেরূপ হয়, বিচার করুন।

আবু। কি আরজী শুনি।

১ম লোক। ধর্ম্ম-অবতার! এ আমার চাকর ছিল, বাক্স ভেঙে যথাসর্ব্বস্ব চুরি ক'রে নিয়ে পলায়, আজ প্রাতে আমি একে সহরে ধরেছি।

২য় লোক। ধর্ম্ম-অবতার! এই বেইমানের কথা শুনবেন না। এ আমার চাকর ছিল, আমার সর্ব্বস্ব ভেঙে নিয়ে গিয়েছিল। আজ একে আমি ধরেছি।

আবু। বটে, জল্লাদকে ডাক।

(জল্লাদের প্রবেশ)

জল্লা। জাঁহাপনা! হাজির।

আবু। এদের দুই জনকেই গর্দ্দান নীচু ক'রে দাঁড় করাও। ঐ চাকর বেটার মাথা কাট।

১ম লোক। আজ্ঞা, আমি নয়।

আবু। আমার বিচারে তুমি চাকর। উজীর, একে কারাগারে দাও, আর এর যা ধন-সম্পত্তি আছে, বেচে এই ব্যক্তিকে দাও।

২য় সভা। ধর্ম্ম-অবতার, আর এক আরজী, এ ব্যক্তি বলছে, আমি মক্কায় যাবার সময়ে আমার বন্ধুর কাছে যথাসর্ব্বস্ব বেচে দু'হাজার আসরফী রেখে যাই। ফিরে এসে চাওয়াতে ওর বন্ধু বল্লে যে, সে কি কথা বন্ধু, আমি তোমার কাছে আসরফী রেখে মক্কায় গিয়েছিলাম, তুমি আমার সেই আসরফী দাও।

আবু। কেমন, তুমি আসরফী রেখেছিলে?

১ম লোক। হাঁ ধর্ম্ম-অবতার।

২য় লোক। আজ্ঞা, ধর্ম্ম-অবতার! ওর মিছে কথা। আমিই আসরফী রেখে মক্কায় যাই।

আবু। তোমাদের কার কি আছে?

১ম লোক। আজ্ঞা, ধর্ম্ম অবতার! আমি মক্কা থেকে আসছি, আমার আর কি আছে?

আবু। তোমার কি আছে?

২য় লোক। আজ্ঞা ধর্ম্ম-অবতার! কি আছে? আমিও মক্কা থেকে আসছি।

আবু। উজীর, এদের দু'জনকে নিয়ে গর্দ্দান নাও, কিন্তু এর ভিতর যদি কেউ পাঁচশ আসরফী দিতে পারে, তারে মাফ কর।

১ম লোক। হা অদৃষ্ট! আমি ধনে প্রাণে গেলুম।

২য় লোক। আজ্ঞা, ধর্ম্ম-অবতার! আমি পাঁচশ আসরফী দেবো, আমার গর্দ্দান মাফ হয়।

আবু। উজীর! যদি দু'হাজার আসরফী এ ব্যক্তি দেয়, তবে এর প্রাণরক্ষা হবে, নচেৎ এর গর্দ্দান নিও, আর সেই দুই হাজার আসরফী এ ব্যক্তিকে দিও।

২য় লোক। হা অদৃষ্ট! ধনে প্রাণে গেলুম।

প্রসভা। হুজুর! এ দু'জনেই বলচে, আ্মরা পর্দ্দানশীন, দু'জনেই বলছে, এমাম বক্স আমার স্বামী, আজ মারা গিয়েছে। আর পরস্পর এ ওকে দোষ দিচ্ছে যে, এ বেশ্যা—ও বলচে, ও বেশ্যা। এ বলছে, আমার স্বামীর ধন, আমি অধিকারিণী, ও বলছে, আমার স্বামীর ধন, আমি অধিকারিণী।

আবু। দু'জনকে সাত সাত খসম দাও, নিয়ে যাও।

১ম স্ত্রী। হুজুর! ধর্ম্ম-অবতার! আমায় ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হয়, আমি ও ধন-সম্পত্তি কিছুই চাই না।

আবু। উজীর! এরই স্বামী, এরেই যথাসর্ব্বস্ব অধিকার দাও। আর এ বেশ্যা।

(ইমামকে লইয়া রক্ষিগণের প্রবেশ)

ইমা। দোহাই হুজুরের! দোহাই হুজুরের! আমি ফকীর, আমি চোর নই, আমি ফকীর।

আবু। এরে পঁচিশ কোড়া লাগাও।

(বৈতালিকগণের পুনঃ প্রবেশ)

বৈতালিকগণ— (গীত)

প্রখর রবির কর ব্যাপিল ভুবন।
করিছে কমলদল রবিচ্ছবি আলিঙ্গন॥
অনিল বহে অনল, ছায়াহীন স্থলজল,
কুলায় লুকায় পাখী স্পন্দহীন তরুগণ॥

আবু। চল, সভাভঙ্গ হোক্।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

নাচঘর।

(সখীগণ ও রোশেনা)

সখীগণ— (গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্রা।

মন গরমে উঠে সুখ-যামিনী,
কেমনে একাকিনী রহে কামিনী।
ফুলে ফুলে ফুলে কত সোহাগ করে,
রেণু ছুড়ে মারে আদরে লো—
কুহু স্বরে মান রাখতে নারে মানিনী॥

আবু। সুন্দরি! তুমি কে? তুমি কি যথার্থ মানবী, না কোন স্বর্গ-মহিলা, আমায় কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন?

রোশে। জাঁহাপনা! আমি আপনার বাঁদী!

আবু। তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী।

(গীত)

পিলু-খাম্বাজ—খেমটা।

চাও, চাও, বদন তোলো,
কথা কও মুচকি হেসে,
দেখ না প্রাণ ব্যাকুল হ'লো।
দেখি হে দুটি আঁখি,
হৃদয়ে এঁকে রাখি,
দিয়েছ প্রাণে ফাঁকি,
আর কি বাকী আছে বলো॥

রোশে।— (গীত)

সাহানা—একতালা।

তুমি শিখেছ কত ছলনা।
ভাল ভুলাতে জান ললনা॥
মজেছি মজিব মজিতে ধাই,
কেমনে পোড়া মন ফিরাই;
ভুলেছি ভুলিব শেষে অযতনে কত কাঁদিব,
ভাবি তাই মন, মনোমত হলো না॥

সখী।— (গীত)

ঝুন-খাম্বাজ—দাদ্রা।

কে হারে জিনে দু'জনে সমান।
মেতেছে কথায় কথায় নয়নে নয়নে বাণ॥
মেতেছে ঘোর সমরে, না জানি কে কারে ধরে,
বুঝি ধরাধরি হয় পরস্পরে,—
ছলে বলে হবে খাট প্রাণে বাঁধা পড়বে প্রাণ॥

রোশে— (গীত)

বেহাগ—দাদ্রা।

কি কর কি কর, ধর ধর তনু জরজর,
মজাতে মজিনু টুটিল মান।
এ কি অবিচার জিনে বল হার,
মাগি পরিহার, কত সব আর,
মন প্রাণ করি চরণে দান।
ভাল ভুলালে ভাল জান ছলা ভাণ॥

সখীগণ। রণ হলো অবসান।

রোশে। খামিন্! এ অতি উত্তম সরাব, পান করুন। (আফিঙ-মিশ্রিত মদ্যপ্রদান)

আবু। সুন্দরি! তুমি যা দেবে, তাই খাবো।

(গান করিয়া) সুন্দরি ! আমার কাছে বোস, আমার নেশা হয় নি । ঘুমুচ্ছি নি, কাছে এস ।

(নিদ্রা)

(হারুণ-অল-রসিদের প্রবেশ)

কালিফ । ওর সেই আপনার বেশ পরিয়ে ওর বাড়ীতে রেখে এস । আজ সকালে উঠে যেমন চমৎকৃত হয়েছিল, কালও সেইরূপ আপনার বাড়ীতে গিয়ে চমৎকৃত হবে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু হোসেনের বাটী ।

(আবু হোসেন নিদ্রিত—তাহার মাতার প্রবেশ)

আবু-মা । বাবা রে ! আবু রে ! তুই কোথা গেলি রে ? আমি সারাদিন কেঁদে কেঁদে মরেছি । ওঠ বাবা, বেলা হয়েছে ।

আবু । এ কি বাবা ! আবার সেই বকেলা আওয়াজ যে ! আওয়াজ হ'তে থাক, হোক, আমি ত চোখ চাচ্ছি নি । পরীজান গাইবে, রোশেনা পা টেপবে, মশুর ডাকবে,—'জনাব ! হুজুর ! জাহাপনা !' তবে ছাড়ছি বিছানা ।

আ-মা । ও বাবা, উঠ ।

আবু । জ্যান্ জ্যান্ করিস্ নি বল্‌চি, ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে ।

আ-মা । ওঠো না বাবা ! বেলা হয়ে যাচ্ছে যে ?

আবু । পরীজান ! পরীজান ! গান ধর, আমার ঘুম ভেঙে আসছে ।

আ-মা । কি বোল্‌ছ বাবা ?

আবু । আজ সকালে এ কি বালাই ? কি বেয়াড়া স্বপ্ন দেখা দিলে । উজীর ! উজীর !

আ-মা । ও কি রে ? ও আবু, ও বাবা, ও কি বল্‌ছো ?

আবু । এ বড় বেজুত লাগলো । চোখ চেয়ে ফেলি, স্বপ্ন ছুটে যাক্ । এই ত চোখ চাইলুম, এ কি বিপত্তি !

আ-মা । কি বাবা ! অমন কচ্ছো কেন বাবা ?

আবু । চোপরাও ! উজীর, একেও পাকড়াও ! যাদু কিয়া !

আ-মা । ও বাবা—ও চাঁদ !

আবু । ত্যাখ, মার খাবি বল্‌ছি, স'রে দাঁড়া ।

আ-মা । ও বাবা, আমি যে তোমার মা, চিন্‌তে পাচ্ছো না ?

আবু । তুই কি বাদশার মা ? তুই জান, আমায় কোথায় উড়িয়ে দিলি বল ? বল, শীগ্‌গির বল্ বল্‌ছি, তা না হ'লে এখনি তোর গর্দান নেবো ! যদি ভাল চাস্ তো একে একে সব নিয়ে আয়, আমার বাড়ী নিয়ে আয়, পোষাক নিয়ে আয়, পরীজান্ নিয়ে আয়, রোশেনা নিয়ে আয় ।

(গীত)

সিন্ধু-কাফি [illegible] ।

কাঁহা মেরী রোশেনা জান ।
দেখ্‌নেওয়ালা বিন্ মেরা আঁধার মোকাম ॥

আ-মা । —কাঁহা গিয়া, তোনে যাদু কিয়া,
মুঝে দাগা দিয়া ।
শোন্ রাত দেখে ছাড় তেরা দেখ্‌কা পোশ,
তেরা রে মেরী কাঁহা রহেঁগে ?

আ-মা । আবুর কি হ'লো গো ?

আবু । ত্যাখ, এখনো যদি না বল্‌বি ত দেখতে পাবি মজা ।

(কয়েকজন প্রতিবাসীর প্রবেশ)

১ম প্রতি । ওগো, কি গো ! তোমাদের বাড়ী গোলমাল কিসের ?

আবু । কোতোয়াল ! কোতোয়াল ! এদের সব নিয়ে যাও, কোতোল কর ।

২য় প্রতি । আহা ! সরাব খেয়ে খেয়ে পাগল হ'য়ে গিয়েছে ।

আবু । বটে রে পাজি ! ডাইনের ঝাড় ! সেরো আমার সামনে থেকে । উজীর ! উজীর !

আ-মা । ওগো, আমার কি হবে গো ! আমার ছেলে এমন হ'লো কেন গো !

(হকিম ও রক্ষিগণের প্রবেশ)

হকিম । পাগল হয়ে গিয়েছে, চিকিৎসা করতে হবে ।

আবু । বাঁধো এসকো

৩য় প্রতি । ওগো আবুর মা ! এই হকিম সাহেবকে তোমার ছেলে দেখাও । এ ঘোর উন্মাদ ।

আ-মা। দোহাই হকিম সাহেব, আমার ছেলের কি হবে?

১ম প্রতি। হকিম সাহেব, আপনি কারুব কথা শুন্‌বেন না, নিয়ে যান।

আ-মা। বাবা! আমার ছেলেটি ভাল হবে তো?

আবু। তবে রে পাজী বেটা-বেটীরা!

হকি। বাঁধো এস্‌কো! (বন্ধন)

আবু। বাঁধো এস্‌কো। উজীর! উজীর!

হকি। এই উজীর আস্‌ছে! (আবুকে প্রহারকরণ)

আবু। ও বাবা, এ আচ্ছা ভোল্ ফিরুলে তো।

আ-মা। ও বাবা! কোথা নিয়ে যাচ্ছো?

২য় প্রতি। দূর ক্ষ্যাকা মাগি! ছেলে ভাল হবে, কোথা নিয়ে যাচ্ছো?

আ-মা। না বাবা! আমার ছেলে ছেড়ে দাও। না বাবা, আমার ছেলে ছেড়ে দাও।

আবু। উজীর! উজীর!

হকি। এই যে উজীর আস্‌ছে। (পুনর্ব্বার প্রহারকরণ।)

আবু। ও বাপ্ রে, বাপ্ রে, বাপ্ রে। এ কি বাদশাই রে বাবা!

হকি। চল্, আরও বাদশাই দেখবি চল্।

[আবুকে বন্ধন করিয়া হকিম ও রক্ষিগণের প্রস্থান।

আ-মা। ও বাপ রে! আমার কি হলো? ও বাপ্ রে, আমার কি হলো?

৩য় প্রতি। ক্ষ্যাকা মাগি!

১ম প্রতি। চল্, আহা! ওকে বাড়ী নিয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পাগলা-গারদ।

(পাগলগণ)

১ম পা। আমায় কারারুদ্ধ ক'রে রাখেন, রাখুন; কিন্তু এই যে সঙ্গীতটি রচনা করেছি, এইটি বাদশানন্দের কাছে নিয়ে যান। তিনি শোন্‌বা-মাত্রেই তোমায় তাঁর কন্যাকে বিবাহ দেবেন।

রক্ষক। আচ্ছা, আচ্ছা, নিয়ে যাচ্ছি, নিয়ে যাচ্ছি।

১ম পা। কবিতাটি শুনুন,—অতি আশ্চর্য্য কবিতা।

(গীত)

ঝিঁঝিট—(মিশ্র)—কাহারবা।

রূপ-নদীতে বেয়ে যাও বল বদর বদর।
নইলে নাকে চোখে ঢুক্‌বে পানি,
কর্ত্তে হবে হাঁদোর পাঁদোর॥
সদর-ঘাটে চড়বে গাড়ী,
পাল ভরে যাও তাড়াতাড়ি,
উজান দাও পাড়ি—
কোসে ভাবেব নাড়ীভূঁড়ী,
এই কবিতার কর কদর॥

এঃ! হেথা কবির আদর নেই, এ রাজ্যের কি ভাল হবে?

২য় পা। দেখ, নিশ্চয় পৃথিবী ডুববে। কিন্তু তাতে কেউ ভয় কোরো না, এক মুটো সোনা আমায় এনে দাও, এখনই সোনার পৃথিবী সৃজন করব। সুখে স্বচ্ছন্দে সেথা থাক্‌তে পারবে।

রক্ষক। আচ্ছা আচ্ছা, আনুচি—তুমি যাও।

(আবু হোসেনকে লইয়া হকিম ও রক্ষিগণের প্রবেশ)

হকি। ওহে! এই বাদশা এসেছেন, এঁরে রাখ।

৩য় পা। জনাব! মহাশয়ের নিবাস কি এই সহরেই?

আবু। কি, আমায় চেন না? আমি বাদশা।

৩য় পা। তবে বিচার করুন। দেখুন, বিনা অপরাধে আমায় বেঁধে এনেছেন। আমি পৃথিবীর ইতিবৃত্ত লিখছিলাম, একটা কথার জন্য আটকেছে। যখন আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি, এ্যাদ্দিনে সে গোল আমার মিটলো; আমার এ সন্দেহটি ঘুচ্‌ছে না, আপনার বাপ আগে জন্মেছেন কি আপনি আগে জন্মেছেন? কি ব্যাপারখানা বলুন দেখি? ওইটে মিটলেই হয়।

(চতুর্থ পাগলের শুইয়া পড়া)

রক্ষক। আরে, ওঠ ওঠ।

৪র্থ পা। তুল না, তুল না, খবরদার তুল না। আমি ডিমে তা দিচ্ছি, ডিম ফুটলেই উঠব। দেখ, আমি হোমা পাখী, কেপিও না, ঠোঁটে কোরে নিয়ে পাহাড়ে উঠবো।

৫ম পা। ইস্! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল তো গণ্ডা

ক'রে দেখলেম, কিছুই নির্ণয় করিতে পারলেম না। আমি কোথায়, এ তো নির্ণয় হ'ল না। বোধ হয়, চাঁদে ঐ কালপানাটা যেন আমার মতন, দেখি গুণে দেখি।

আবু। ও বাবা! এ ত পাগলা গারদ। আমি ব্যাটাও ত পাগল। ঘুটে-কুড়োনীর ব্যাটা সদর নায়েব। কোথা আবু হোসেন, না বাদশাই চাল্ চাল্‌ছি! এক ভ্রম ছাখ, এই জাঁহাবাজ কোঁড়া, রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ছে, এখনও মনে করছি স্বপ্ন! কুর্ণিশ আমার বুদ্ধিকে! আর কিছু না, সেই সওদাগর এসেছিল, সেই ব্যাটা যাদু ক'রে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। দোহাই হকিম সাহেব! আমি আবু হোসেন, বুঝতে পেরেছি।

হকি। দেখো, ফের বাদশাই চাল্‌বে না ত?

আবু। তোমার কোঁড়া মনে থাকতে আর নয়! এ দাগ ত আর জন্মে মিলোবে না। বাদশাই ঝোঁক এলেই ঐ কোঁড়ার বাগে দেখছি আর কি? আর নেহাত ঝোঁক এলে মশায় ত বাড়ীর কাছেই আছেন, দু এক কোঁড়া বাগিয়ে দেবেন।

হকি। আচ্ছা, এরে ছেড়ে দাও।

৩য় পা। জনাব, যান কোথা—জনাব, যান কোথা? জনাব, আমার ঐ কথাটি মীমাংসা করুন—আপনি আগে জন্মেছেন, কি আপনার বাপ আগে?

৫ম পা। দেখি, দেখি, একবার গুণে দেখি—একবার গুণে দেখি, ঐ চাঁদেতেই আছি।

৪র্থ পা। তুল না, তুল না, ডিম গেঁজে যাবে, ডিম গেঁজে যাবে।

২য় পা। ভয় নেই, ভয় নেই, সোনার পৃথিবী সৃজন করবো।

হকি। এদের সব খাওয়ার সময় হয়েছে, নিয়ে চল।

রক্ষক। চল, চল।

১ম পা। ইস্! কবিতা তো শুনলেন না।

[পাগলগণকে টানিয়া লইয়া রক্ষকগণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোশেনার ঘর।

(রোশেনা ও সখীগণ)

রোশেনা— (গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

দিবা-নিশি মন বিভোরা।
ভুলি যদি মনে করি আঁধার নেহারি ধরা॥
ভুলেছি আপন ছলে, মজেছি মজাব ব'লে,
হারাতে হয়েছি হারা, ধরিতে দিয়েছি ধরা॥

১ম। সখী। সে কি লো! তুই হলি কি? তুই মজাতে গিয়ে মজলি না কি?

রোশে। না ভাই! মিছে পরিহাস করিস্ নি।

১ম সখী। পরিহাস কি লো? তুই যে এক দিনেই মজতে বসেছিস। সদাই অন্যমনস্ক! হাস্‌তে গিয়ে কেঁদে ফেলিস্। এ তোর কি হ'লো? তুই কি আবু হোসেনের প্রণয়ে পড়লি না কি? আর ভাই ভাঁড়াস্ নি, আমি বুঝতে পেরেছি।

রোশে। না লো, আমার অসুখ করেছে।

১ম সখী। তা কি আর দেখতে পাচ্ছি নি?

সখীগণ— (গীত)

খাম্বাজ-(মিশ্র)—দাদ্‌রা।

একে লো তোর এই ভরা যৌবন।
রসে করেছে অবশ আবেশে ঢলে নয়ন॥
ঘোর বিরহ-বিকার তাতে,
জোর করেছে নারীর ধাতে,
বাই কুপিতে সরল মন সাতে,—
ভরা হৃদি শুরু উরু বিষম কুলক্ষণ॥

রোশে। আমি চল্লুম ভাই! বেগম সাহেব শুনলে কি বলবে বল দেখি?

২য় সখী। ছাখ ভাই! তুই আর আমাদের কাছে গোপন রাখিস্ নি, মনের আগুন মনে রাখিস্ নি, পুড়ে খাক হয়ে যাবি।

রোশে। কি আর বলবো।

(গীত)

কামদ-(মিশ্র)—একতালা।

কি জানি কি হলো প্রাণসই,
মন তো বাঁধিতে নারি, এ যাতনা কারে কই?

আশা সাধিল বাদ, সুখসাধ অবসাদ,
কি কব লো তবু ওঠে সাধ—
বিষাদে ভাবি লো সখি, আমি ত আমার নই॥

(বেগমের প্রবেশ)

বেগ। রোশেনা! তুই কি হ'লি? তোর মনে কি দুঃখ উঠেছে, আমায় বল্! আমার পুত্র নাই, কন্যা নাই; তোকে আমি কন্যা অপেক্ষাও অধিক দেখি, তোর কি হয়েছে, আমায় বল্।

রোশে। আজ্ঞা, কিছু ত হয় নি।

বেগ। আমার কাছে প্রতারণা করিস্ নি, জানি তোর মা'র মতন। তুই যা চাস্, আমার সাধ্য হয়, আমি দেবো, না হয়, বাদশাকে ব'লে দেওয়াব! পৃথিবীতে যা তোর ইচ্ছা হয়, তাই দেবো।

রোশে। আপনি কৃপাময়ী, বাঁদীর প্রতি আপনার অসীম কৃপা, কিন্তু আপনার চরণ-প্রসাদাৎ আমার ত কিছুরই অভাব নেই।

আচ্ছা, তুই যা। হাঁ রে, তোরা কেউ জানিস্?

রোশে। ও ভাই! বলিস্‌নে!

বেগ। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা!

রোশে। আজ্ঞে, আমার কিছু হয় নি! আপনি কি জিজ্ঞাসা কচ্ছেন?

বেগ। কি রে? তোরা দিন-রাত্তির এর সঙ্গে থাকিস্, এর মনের কথা কি, বল্‌তে পারিস্?

সখীগণ— (গীত)

মিশ্র—দাদ্‌রা।

একে ঢ'লে পড়ে আমা যৌবনভরে।
কে জানে কি খাত লাগালে তারে॥
অবলা পেয়ে একাকিনী,
মন হরিল কাঁদায়ে কামিনী,
ভাবে প্রকাশিতে নারে অভাগিনী,
কোমল প্রাণে কত সইবে প'রে॥

রোশে। ছি, ছি, ছি—

বেগ। আমারও ঐরূপ মনে হয়। ওর প্রণয়পাত্র কে, বল্‌তে পারিস্?

রোশে। বেগম সাহেব! আমার কিছু হয় নি। আমায় যাদু করেছে, আমার ব্যামো হয়েছে।

বেগ। হ্যাঁ, আমি বুঝেছি! বাদশা আস্‌ছেন, তোরা যা।

[বেগম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(বাদ্‌শা হারুণ-অল-রসিদের প্রবেশ)

বাদ। হেথা কি রঙ্গে, রঙ্গিণি?

বেগ। তোমার মতন রং ত জানি নি,
আমার অবলা সঙ্গিনী,
কারে এনে প্রাণ মজালে, এনে দাও এখনি,
নইলে মরে সে রমণী।

বাদ। বুঝতে নারি—নারীর কেমন প্রাণ,
কখন্ মরে কখন্ বাঁচে, কখন্ কিসের কান!

বেগ। ওলি পুরুষের মত,
নারীর নয় কো তত।

বাদ। যা জান কতক মত,
তাইতেই বিব্রত।

বেগ। ইস্! আজ ঠাট এত?
রোশেনা যে মরে।

বাদ। কি কর্‌তে হবে? গোলাম হাজির,
রয়েছে যোড়করে।

বেগ। আজ যে দেখ্‌ছি, চল্‌ছেন উঁচু দরে,
তোমার কথার প্যাঁচ কে ধরে?
চিরদিন ত বাঁধা আছি পায়,
তোমার কথার ছটায়।

বাদ। বটে, বটে, বটে!
প্রাণ ফেলেছো ফাঁদে,
এখন ভোলাও কথার ছাঁদে!
এখন তোমার রোশেনার কি হলো?

বেগ। ভাল, গোলমালেই ত গেল,
ঘরে এস, শুন্‌বে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাস্তা।

(আবু হোসেনের প্রবেশ)

আবু। আজ আর তো বিদেশী লোক দেখছি না। যাই, একলাই বাড়ী যাই, গিয়ে খাই গে; সাত জন্ম একলা খাই, সেও ভাল, কিন্তু যদি সে মোসাফের ব্যাটা এসে, আর তার সঙ্গে রাত্রি

আলাপ করবো না। ব্যাটা যাত্ ক'রে আচ্ছা ছুগোন্ ভুগিয়েছে। ওঃ! এখনো বাবা, পিঠে কোঁড়ার দাগ! এমনি স্বপন দেখলুম যে, কোড়া খেয়েও বাদশাই ছুটতে চায় না।

(ছদ্মবেশী হারুণ-অল-রসিদের প্রবেশ)

এই যে এক জন বিদেশী লোক আসছে, সাহেব! আমার গরীবখানায় যদি অনুগ্রহ ক'রে আসেন। ওঃ বাবা, এ যে সেই ব্যাটা!

হারু। আরে, এ কি আবু মিঞা! খবর আচ্ছা তো?

আবু। হাঁ, কে, কে, কে;—কে তোর আবু মিঞা?

হারু। হাঁ, হাঁ, আমার মনে আছে, তুমি বলেছিলে বটে যে, আর দেখা হ'লে কথা কইবে না; বাড়ীই নাই নিয়ে যাও, রাস্তায় দু' একটা কথা কইতে হান্ কি?

আবু। দোহাই বাবা, হাজার হাজার লোক সহরে আছে, যার ওপর দে হয়, তাদের মত চাড়ো, আমায় মাফ কর। দোহাই বাবা! আমি একলা মার এক ব্যাটা। কোঁড়ার দাগ এখনও মিলোয় নি বাবা।

হারু। মিঞা সাহেব! এ কি কথা?

আবু। আর কি কথা, চাক্ষুষ দেখ না? বাবা, পাগলা গারদে ঠেলেছে, আবার বলছ এ কি কথা? বাঁচালি ছাড়লে, মন্ত্র ছাড়লে, উজীর ছাড়লে, এখন একটু পথ দেখুন, আমি ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।

হারু। কি বলছেন? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

আবু। বাবা, তুমি না বোঝ, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, দোহাই তোমার, স'রে পড়, তুমি সেওর ওস্তাদ, আমি বুঝি নিয়েছি।

হারু। আঃ! ছিঃ বন্ধু!

আবু। আর কাজ কি বাবা বন্ধুত্বে? যার পুরু ছাল, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর গে—যার দু'দশ ঘা কোঁড়ায় এসে যাবে না। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব, একটু কড়া জান চাই।

হারু। মশাই, আলাপ না করেন, নেই করবেন, আমি ত বিদেশী লোক; আমায় মন্দ বাক্য বলবার প্রয়োজন কি? আমি এক দিন আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে পরম পরিতোষ লাভ করেছিলুম, সেই নিমিত্তই দেখা হ'লো, আলাপ করছি। আপনি আমার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করছেন, বড় দুঃখের বিষয়।

আবু। ভাবছেন বুঝি, আমারই সুখের বিঘ্ন হয়েছে, হকিমের রক্ষকেরা যে কোঁড়া মেরেছে, তাতে সুখের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে, বাঁধ ছাপিয়ে উঠেছে।

হারু। মশাই, আমার সঙ্গে আলাপ করেন আর না করেন, কি হয়েছে, জানতে ইচ্ছা করি।

আবু। আর হবে কি, হবার মতন হয়েছে। রাত্রিতে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেল। এক দিন পরীস্থানে বাস। কেন কপালে পাগলা গারদ; বস্, কড়ায় গণ্ডায় শোধবোধ।

হারু। বলেন কি, আপনাকে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল?

আবু। দানা দো বাম, তোমার ভাই-বেরাদার; জেনে শুনে ন্যাকা হচ্ছো কেন?

হারু। আপনি দুর্বাক্য প্রয়োগ করতে ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, যদি আমার সাধ্যমত মহাশয়ের কোন উপকার করতে পারি, তাতে কখন পরাঙ্মুখ হব না। আমি সহরে প্রবেশ করবামাত্র যেরূপ আপনি আমার অভ্যর্থনা করেছিলেন, সে আমি ইহজন্মে ভুলবো না। মহাশয়, মার্জ্জনা করবেন, আপনার সহিত কথা কয়েছি, আমি বিদায় হই। (গমনোদ্যত)

আবু। আচ্ছা মশাই! আপনি ভাবলঙ্গী করছেন যেন কিছুই জানেন না, কথাটা কি? আর কিছু মানে আছে না কি?

হারু। আপনি অহেতুক কটুবাক্য প্রয়োগ করছেন; আমি দানা নই, দৈত্য নই, ভূত নই, প্রেত নই, বিদেশী সওদাগর। বুঝলাম, বিদেশী লোককে অপমান করা আপনাদের দেশাচার। এইবার সাবধান হয়ে আলাপ করবো, আর কোন অপরিচিতের কথায় ভুলে তার গৃহে অতিথি হব না।

আবু। মশাই, আপনি এমন দুর্বাক্য বলেন। আমি যার বিদেশী লোক রাস্তায় ঘুরে ঘরে বাড়ী নিয়ে যাই।

হারু। আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ কথা, বাড়ীও নিয়ে যান, যথেষ্ট সমাদরও করেন, কিন্তু আবার দেখা হ'লে অপমানের ত্রুটি করেন না। আমিও দেশাচার শিখলেম, যার সহিত আলাপ করতে হয়, এক দিন আলাপ করবো, পরদিন তিনি যে পথে চলেন, সে পথ দিয়ে চলবো না।

আবু। আচ্ছা, মশাই সত্যি কিছু জানেন না?

হারু। আর কেন মশাই, যথেষ্ট অপমান হয়েছে।

আবু। মশাই, রাগ করবেন না, আমি ভ্রান্তিবশতঃ একটা কথা বলেছি।

হারু। তা যে আমায় বলেছেন, ভালই করেছেন।

আবু। আসুন! আসুন! আপনি আমার গৃহে আসুন।

হারু। না মশাই। আর আপনার সৌজন্যে কাজ নাই।

আবু। মশাই! মার্জ্জনা করুন, আমি পরিহাস করছিলেম।—বলি দেখি, আপনি সে দিন অত আলাপ করছিলেন, অমায়িক লোক, আপনার রাগ আছে কি না দেখলুম।

হারু। তাই তো বলি, আপনি এমন মহৎ অন্তঃকরণের লোক, আপনি বিদেশীকে সহসা অপমান করবেন?

আবু। আমি পরিহাস করছিলুম! আপনি রাগ করবেন না ব'লেই পরিহাস করেছি।

হারু। আপনি কোঁড়ার কথা কি বলছিলেন?

আবু। দোহাই মশাই! ও কথা তুলবেন না, তা হ'লে আবার আমায় ভূতে পাবে, আমি বিদেশী ফিদেশী মানবো না; আসুন মশাই, একরকম মিটমাট হয়ে গেল; আপনি বোগদাদের আতিথ্যসৎকারের প্রতি কলঙ্ক অর্পণ করবেন, সে কিছু নয়।

হারু। আপনার মস্তিষ্ক কিছু বিচলিত হয়েছে দেখছি।

আবু। হাঁ, হাঁ, চল-বেচল সব হয়েছে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কুঞ্জ।

(রোশেনা ও জনৈক সখী)

রোশেনা। ছি ছি এ কেমন, বিফল যতন,
নাহি মানে মন, কেমনে বারি।
স্বপনের প্রায়, নিশি দিন যায়,
কি হবে উপায়, বুঝিতে নারি॥
কভু ভাসি সুখে, কভু কাঁদি দুখে,
নিরত সম্মুখে, হেরি সে ছবি।
গায় শুক শারী, ঝরে আঁখিবারি,
কুসুমের সারি, অনলে হবি॥
ভেসে ভেসে যাই, কূল নাহি পাই,
ভুলিতে না চাই, কেন কে জানে।
কারে যেন ডরি, সতত শিহরি,
সাধ রাখি ধরি, বেদনা প্রাণে॥

(গীত)

খাম্বাজ—দাদ্রা।

সখী। সখি কেন মিছে কর জ্বালাতন।
অকারণ কেন লো বিমন?
বিধি মিলাবে রতন॥
রোশে।—নাও মেনে নাও, যাও, যাও, যাও,
সখী।— যদি হৃদি নিধি পাও,
বল তো কি দাও?
রোশে।— কাজ নাই ভাই,
আমি চ'লে যাই।
সখী।— ওলো, মাথার কিরে,
ঘুমের ঘোরে তেমনি ক'রে—
এনেছি তোর নাগরে।
তবে যদি এখন মনে না ধরে
আমরা কি করব বল?
রোশে।—কি কথাই জান, কত ঠাটই জান,
নাও মেনে চল চল॥

(আবুকে লইয়া অপর সখীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

বেহাগ—দাদ্রা।

মাথার কিরে, নাগর না যায় ফিরে,
ওলো রাখিস্ ধ'রে,
রাখ যতনে রতনে হৃদয়পরে।
চোখে চোখে রাখ প্রেমে বেঁধে,
না হ'লে ভাসবি লো অকূলে মরিবি কেঁদে,
বদন তোল ওলো দেখ লো ধনি,
প্রাণ পেয়ে করে, যেন না যায় স'রে॥

আবু। খুব জবর বাবা, বুড়ো সওদাগর! আবার সুলতান মন্তর ঝেড়েছে! আবার হীরেজান, পান্নাজান, মতিজান, গুলজান্ ভর-বেতর জান

ছেড়েছে! কিন্তু বাবা! আর ভুলি নি, আর নবাবই কর, আর জবাই কর, যা খুশী হাতে পড়েছি, ক'রে নাও; কিন্তু কা'ল সকালে না ডাক দেবে আবু! আমি আর বাদ্‌শাই ঝাড়্‌ছি না বাবা! ফের যে কোঁড়ার চোটে দড়া বানাবে, সে যো আর রাখব না। আজ বাদশাই চাল চালতে বল, দু' এক চাল চালছি! কিন্তু কা'ল সকালে খোড়াই ভুলছি, যে আবু, সেই আবু! ফের যে কাবু করবে, তার যো নেই বাবা!

সখী। জাঁহাপনা! এ দিকে আসুন, বেগম সাহেব অস্থির হয়েছেন।

আবু। আমিও বড় স্থির নেই পাগ্‌লাজান! যার দোহারা পিঠের ছাল, সেই তোমাদের চালে ভুলবে।

সখী। কি বলেন জাঁহাপনা?

আবু। আপনারা কি বলেন? দু' এক চাল বাদশাই ক'রে নেব, এই ত আপনাদের ইচ্ছা?

রোশে। এই ত আমার হৃদয়-সর্বস্ব!

আবু। আহা হা! এই যে রোশেনা সুন্দরী! এখন তোমায় পুনর্ব্বার পেলেম, আবার যদি আমি সহস্র বৎসর কোঁড়া খাই, তাতে আমি দুঃখিত নই। হে সুন্দরি! কৃপা ক'রে পরিচয় দাও, তুমি কে? তুমি কি দেবী, না মানবী? এ কোন্ রাজ্য? এ কি স্বপ্নরাজ্য? সুন্দরি, নীরব হও না, কথা কও।

রোশে। (গীত)

বেহাগ—দাদ্‌রা।

গুণমণি দাসী তব পায়,
রমণী-হৃদয়মণি ঠেল না এ অবলায়।
প্রেম-অভিলাষী দাসী,
আঁখি হেরি মন উদাসী,
বাসি মনে সযতনে হৃদয়ে ধরি তোমায়॥

(হারুণ-অল-রসিদ ও বেগমের প্রবেশ)

বাদ। কি মশাই! আপনি এখানে যে?

আবু। হে কুহকি! আপনার আমার প্রতি অদ্ভুত কৃপা। যখন রোশেনা দেখিছি, এ জীবনে আমার ক্ষোভ নাই; আমি এখন বুঝেছি যে, আপনি সত্যই আমার বন্ধু।

বাদ। যথার্থই তোমার আমি বন্ধু। তোমার অতিথিসৎকারে আমি পরম পরিতুষ্ট হয়েছিলেম। তুমি একবার আমার নিকট ব্যক্ত করেছিলে, যদি একদিন বাদশাই পদ পাও, এমামদের শাস্তি দেবে। দেখ, সে কামনা তোমার সিদ্ধ হয়েছে; তুমি একদিন বাদশাই পেয়েছিলে। তুমি পশ্চাৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত কর যে, রোশেনাকে একবার দেখবার সাধ আছে, তোমার সে সাধও পূর্ণ করেছি, এখন আর কিছু অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত কর।

আবু। হে মোসাফের! আপনি যে হোন, কিন্তু যদি আমার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি থাকে, তা হ'লে বুঝতে পারবেন যে, যদিচ রোশেনাকে দেখবার সাধ পূর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু সহস্র সাধের উদয় হয়েছে। সে সাধ কি পূর্ণ হবে?

বেগ। ভাগ্যবান্! তুমি কালিফকে অতিথি-সৎকারে তৃপ্ত করেছ। কালিফ, তোমার বন্ধু, তোমার কোন সাধ অপূর্ণ থাকবে না।

আবু। (জানু পাতিয়া) জনাব, জাঁহাপনা! গোলামের প্রতি এত অনুগ্রহ?

বাদ। আবু! ওঠ, যেরূপ সম্ভাষণ ক'রে আমার সহিত একাসনে ভোজন করেছিলে, সেইরূপ আলাপ কর। আমি তোমার বন্ধু, তুমি অতি সহৃদয় ব্যক্তি। ইনি আমার রাজ্ঞী, ইনিও তোমার বন্ধু। এখন রোশেনা সম্বন্ধে যদি তোমার কোন ইচ্ছা থাকে, রাজ্ঞীর নিকট ব্যক্ত কর।

আবু। হে রাজদম্পতি! গোলাম বাক্‌কৌশল হীন, কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি?

বাদ। কেন আবু? তুমি ত আমায় তিরস্কার বেশ করেছিলে। দেওর বাদশা, দানা, দৈত্য। আমার বেগমের সহিত সদালাপ করছ না? আমি তোমায় শিখিয়ে দিই. ইনি কুহকিনী—মনোমোহিনী। সকল কুহকে পরিত্রাণ আছে, এঁর কুহকে পরিত্রাণ নাই। দেখ, আমি কালিফ, এঁর নিকট প্রেমপাশে বদ্ধ।

বেগ। বাঃ, বাঃ! যখন এমন বাক্‌পটু বন্ধু আছে, তখন তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিন্তা কি?

আবু। তুমি যথার্থই বিবেচনা করেছ, ইনি যাদুকর বটে। দেখ না, মন্ত্রবলে আমি ওঁর বাঁদী।

আবু। (স্বগত) রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়, এঁদের তো বাগ্‌যুদ্ধ চল্‌লো।

বেগ। আবু, কালিফের কৃপায় তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে। এই রোশেনা যদিচ আমার বাঁদী, কিন্তু আমি একে কন্যা অপেক্ষাও স্নেহ করি, এত দিন আমার ছিল, আজ হ'তে তোমার।

বাদ। আবু, তুমি বিচার কর; যার বাঁদীর

কুহকে তুমি মুগ্ধ, মনে ক'রে দেখ, তিনি কি রূপ কুহকিনী।

বেগ। রোশেনা, তোমার মনোমত স্বামী গ্রহণ কর। সতীর পতিই সর্ব্বস্ব, চিরদিনের মতন স্মরণ রেখো, এই সম্পুট যৌতুক গ্রহণ কর, এতে যা বহু-মূল্য রত্নাদি আছে, তার দ্বারা আজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কালহরণ করতে পারবে। (সম্পুটপ্রদান)

বাদ। আবু, আমিও তোমায় যৌতুক প্রদান করি, তোমার মনে এরূপ ক্ষোভ না হয় যে, তোমার স্ত্রীর ঐশ্বর্য্যে তোমার ঐশ্বর্য্য; এই সম্পুট-বিনিময়ে ইচ্ছা করলে রাজ্য ক্রয় করতে পারবে।

আবু। জাঁহাপনা! আমি মূল্যবান্ যৌতুক লাভ করেছি, জাঁহাপনার কৃপা, রাজদম্পতির কৃপা! আমি জানি না, পৃথিবীর মধ্যে আমা অপেক্ষা কে অধিক সৌভাগ্যশালী।

[কালিফ ও বেগমের প্রস্থান।

সখীগণ— (গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

মন দিয়ে যে বেঁধেছে মনে।
ধরতে গিয়ে ধরাধরি হলো দুজনে ॥
খেলে সই মধুর জেনে,
এ খেলায় জেতে কেনে,
দেখ দেখে কো বিকিয়ে গে কেনে,
অনুরাগে পায় অনুরাগ যতন যতনে ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু হোসেনের বাটী।

(আবু হোসেনের মাতা ও আবু হোসেন)

আ-মা। আখ দেখি কি করলি?
বাদশাই ছেড়ে চলি,
এখন কি হবে ভাবছি তাই,
ঘরে নেই একটি পাই।
এমন কিছু নেই যে তোদের বেঁধে খাওয়াই।
রাগ করলুম কত বললুম,
তোরা কি বুঝিস্ ছাই!

আবু। ফুরুবে কি মা?
রোশেনার কৌটা খুলে হীরে নাও।

আ-মা। তুমি যাও, দেখ কোথায় কি খুঁজে পাও।
একটা মতি ছিল,
তাও তো কাল জহরীর বাড়ী গেল।
ঐ আখ আস্‌চে সব পাওনাদার,
এখন দেখে টাকা তার।

(এক জন মেওয়াওয়ালার প্রবেশ)

মে-ও। আবু সাহেব! আজ রূপেয়া দে আও।

আবু। মেওয়াওয়ালা সাহেব! আজকে যাও।

মে-ও। নেই, সো নেই হোগা,
দাম ছোড়কে নেই উঠে গা।

আবু। কেন মিছে ব'সে থাকবে?
আজকে নেই হবে।

মে-ও। নেই হবে কেয়া, রূপেয়া লেগা।

আ-মা। রূপেয়া মেলেগা। তবে আজকার মতন
সের দশেক পেস্তা দিয়ে যা। আর আঙ্গুর দে
কুড়ি বাক্‌স, বেদনা দে একশ, যদি মস্ত হয়,
তা হ'লে বুঝবো তুমি কেমন সকস।

মে-ও। লেও লেও, লেও।
লেনে মাঙ্গে হাম নেই দেতা।
খোড়া বৈঠ, হাম জলদি আওতা।

[প্রস্থান।

আবু। মা, আচ্ছা ত তাড়ালে গো!
ঐ আবার খোসবোওয়ালা আসছে;
গলা শানিয়ে কাস্‌ছে;
দাম চাইবে ডেকে হেঁকে।

আ-মা। তুই অমনি থাকবি টেঁকে,
যেমন বলবে দাম দাও,
তুই বলবি, লাখ শিশি এসেন্স আজ
রোজ দে আও;
আর জিজ্ঞাসা করবি, গোলাপের
কারবার কি ভাও,
বলবি গোলাপ দে আও যত পাও,
ওই শুনে আর টাকা চাইবে না,
হবে উধাও।

[প্রস্থান।

(খোসবোওয়ালার প্রবেশ)

খোস-ও। মোশাই! আজকে টাকা দাও।

আবু। দিচ্ছি; তোমার আতর আছে?

খোস-ও। আজ্ঞে,আতর নেই। হাতীর দাঁতের হ্যাণ্ডেল শিল্কের ছাতা আছে; যদি বলেন তো আনি।

আবু। তা এনো গোটা দুই। ভাল সাবান আছে ?

খোস-ও। আজ্ঞে, সাবানের বড় আমদানী কম, তবে নীলামে একটা বেশ মার্‌বেল টেবিল কিনে-ছিলুম, যদি বলেন তো এনে দিই। আপনার কাছে ত আমি লাভ করিনি, লাভ কর্‌বও না।

আবু। আচ্ছা, নিয়ে এস।

খোস-ও। টাকা কিছুই না দিলে যে চল্‌ছে না।

আবু। একেবারে সব হিসাব ক'রে দেব।

[খোসবোওয়ালার প্রস্থান।

রোশেনা! রোশেনা!

(রোশেনার প্রবেশ)

রোশেনা। কি গো ?

আবু। কি করি বল দেখি ? এই বাদশার কাছে কত রকম ক'রে টাকা চাইলুম, মিছে মিছে ক'রে একবার বল্লুম—দাদা মরে, একবার মা মরা; একবার চাচা মরা, একবার ভগ্নীপতি মরা, এবার তুমি না ম'লে আর হয় না।

রোশে। সে কি গো! মর্‌বো কি গো ?

আবু। বলি, তেমন মর্‌বে কেন গো ? যেমন বাপ ছিল না, দাদা হয়ে ম'ল, চাচা ছিল না, চাচা হয়ে ম'ল, বোনাই ছিল না, বোনাই হয়ে ম'ল, মাও যেমন ম'ল, তেমনি তুমি আমি ত না ম'লে নয় ? তুমি যাও, বেগম সাহেবের কাছে বল গে যাও, আমি মরেছি। আর আমি যাই বাদ-শাহের কাছে, বলি গে তুমি মরেছ!

রোশে। শেষটা তো টের পাবে না ?

আবু। আরে এখন ম'রে জান্ বাঁচাই, তার পর যা হয় হবে। রাগ করেন, পায়ে হাতে ধর্‌বো। যাও, তুমি যাও। তুমিও বেরোও, আমিও বেরুই।

রোশে। না, আমি বেগম সাহেবের কাছে মিছে কথা বল্‌তে পারব না।

আবু। তা হ'লে চল, বেরুই। আমি পীরের দরগায় যাই আর তুমি পিরুণী ফিরুণী যা হয় একটা খুঁজে নাও। ঘরে হাঁড়ী ঢং ঢং কর্‌চে। খবর রাখছো ? যাও, যাও, যদি পেটে অন্ন দিতে চাও, বেগমের বাড়ী যাও।

রোশে। কি বল্‌বো ?

আবু। বল্‌বে সোজা কথা—আমি মরেছি।

রোশে। বালাই! ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে ?

আবু। ইস্! ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে! ও কথা মুখে না আন্‌লে মুখে কি তুল্‌বে ? আমি একবার ম'লে চলে ত ভাগ্যি ক'রে মেনো। দু তিনবার কবরে না দিতে হ'লে হয়। পেটের গহ্বর তো তোমার কম নয়,—আমারও কম নয়! নাও, চল,—বেরিয়ে পড়ি।

রোশে। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

(মশুর ও দাই)

মশু। ও বুড়ি, ও বুড়ি!

দাই। তোর ঘরে ফাটুক হাঁড়ী।
শ্যাল-কুকুরে খাক তোর নাড়ী-ভুঁড়ী।

মশু। কেন, বুড়ীকে বুড়ী বল্‌বো না ?

দাই। তোমার দুটি চোখ হ'ক কাণা।

মশু। আর তোমার চোখে পড়ুক ছানি, আর দুটি পায়ে দুটি গোদ ফোক্।

দাই। তোর বাড়ীতে জোড়া মড়া মরুক।

মশু। আঃ দাই! তোর মুখের কি ছিরি ভাই।

দাই। যম কি মরেছে ? নেয় যদি ঝেঁটিয়ে বালাই।

মশু। যম মরেছেই বটে!
আমি ভাবছি তাই,
বলি শত্তুর মুখে দিয়ে ছাই,
কবরে যায় নি দাই ?

(হারুণ-অল রসিদ ও বেগমের প্রবেশ)

হারুণ। মশুর! মশুর! এই যা তো—আবুর বাড়ী যা তো; দেখে আয়, কে মরেছে, আবু না রোশেনা ?

মশু। যো হুকুম জনাব!

[মশুরের প্রস্থান।

বাদ। দেখ, আমি কিন্তু বাজী ছাড়্‌বো না।

বেগ। আমিও বাজী ছাড়্‌বো না। আমি

তোমার লোকের কথাও বিশ্বাস কর্‌বো না, যা তো দাই! তুইও যা তো, দেখে আয় তো, আবু মরেছে, কি রোশেনা মরেছে?

দাই। এই এত লোক মরে, মশুর মরে না গা?

[প্রস্থান।

বাদ। কি আশ্চর্য্য! আমার কাছে আবু এলো, বল্লে রোশেনা মরেছে; আমি তাকে টাকা দিলুম, আর তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না?

বেগ। কি আশ্চর্য্য! আমার কাছে রোশেনা এলো, বল্লে আবু মরেছে, আমি টাকা দিলুম, তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না?

বাদ। আচ্ছা, মশুর ফিরুক্, তখন বুঝে নেব তোমার চতুরালী।

বেগ। আচ্ছা, দাই ফিরুক্, আমার কথায় দেবো হাততালি।

বাদ। এখনও সত্যি কথা বল, এখনই ঠক্‌বে।

বেগ। কে ঠকে, তা লোকে দেখবে।

বাদ। এখনও মশুর কেন দেরী করছে? চল এগিয়ে দেখি।

বেগ। শিখিয়ে দিয়েছ, ফির্‌বে কি?

বাদ। তোমার দাই ফিরে এলো না কি?

বেগ। কোন্ ঠাটই বা বাকী? চল দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

আবু হোসেনের বাটী।

(আবু হোসেন ও রোশেনা।)

আবু। রোশেনা! রোশেনা! দেখ তো, দেখ তো, মশুর নয়?

রোশে। হাঁ, সেই রকমই ত দেখছি। হাঁ, মশুর বটে—মশুর বটে।

আবু। রোশেনা! রোশেনা! শীগ্‌গিরি মর, শীগ্‌গিরি মর।

রোশে। মর্‌বো কি গো?

আবু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মর, মর।

রোশে। ও কি কথা গো?

আবু। আরে, আগে মর, তার পরে কথা ক'য়ো এখন; মরো মরো, শীগ্‌গিরি মরো! দেরি ক'রো না; মুস্কিল বাধালে দেখছি।

রোশে। মরণ না হ'লে মর্‌বো কেমন ক'রে গো?

আবু। আরে তেমন মর্‌তে বল্‌ছি কি তোমায়? এই কালো কাপড়খানা টেনে মুড়ি দাও, নিথর হয়ে থেকো, আর যদি মুখের কাপড় খোলে, অমনি দাঁত ছিরকুটে থেকো।

রোশে। কেন গো?

আবু। আর কেন গো, বুঝতে পাচ্ছ না? মশুর আস্‌ছে খবর নিতে, তুমি মরেছ, কি আমি মরেছি। আমি বাদশাকে বলেছি, তুমি মরেছ।

রোশে। তবে মরি?

আবু। একটু সাবধানে মরো, কথাবার্ত্তা ক'য়ো না।

রোশে। আর আমায় যদি কবর দেয়?

আবু। বলি, আমি ত বেঁচে আছি, আমি কবর দিতে দেবো কেন? এই দ্যাখ, সব ভেস্তে গেল। এই মশুর এসে পড়্‌লো।

রোশে। না, না, আমি মর্‌চি। (কাপড় মুড়ি দিয়া শয়ন)

(মশুরের প্রবেশ।)

আবু। কি মশুর! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! দেখে যাও, আমার জানের জান্ মারা গিয়েছে! দেখে যাও, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো দেখ।

মশু। আহা, হা হা! তোমার এমন দুর্দ্দশা হয়েছে, রোশেনা বড় ভাল ছিল।

আবু। ভাল ব'লে ভাল, কথা কইতে কইতে মলো, আমায় বল্লে, বাদশানন্দের কাছে যাও, বাদশা ত কবরের খরচ দিয়েছেন, এখন কবরের খোরাকী কিছু নিয়ে এস।

মশু। কবরের খোরাকী কি?

আবু। না হয় মরেইছে, পেট ত সঙ্গে আছে, দুপুর রেতে যখন উঠবে, খিদে পাবে, তখন কি খাবে বল?

মশু। মলে আবার খাবে কি?

আবু। মশুর, তুমি পুরুষমানুষ, জান না, অবলার বড় নোলা, ম'লেও খায়।

মশু। তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌চো?

আবু। না, ঠাট্টা কিসের? পরখ দেখতে চাও, কিছু খাবার আন, এনে এই কাপড়ের মধ্যে দাও।

মশু। বটে বটে! এমন নোলা! তা হ'তে পারে। ঐ যে দাই মাগী, ও ম'লেও খাবে. বেটীর

যেমন রূপ, তেমনি দাঁত, তেমনি নোলা। একদিন বাগে পাই ত নাকটা কেটে নিই।

আবু। মশুর, মশুর, তুমি যাও,—তুমি যাও।

মশু। কেন, কেন?

আবু। দেখচ না? ঐ দাই মাগী আসচে।

মশু। তা এলেই বা, আমার ভয় কি?

আবু। ও এসে ছুঁলেই রোশেনা দানা পাবে। আর দাই মাগীর যার উপর আড়ি, তার মাথাটা কড়মড়িয়ে খাবে।

মশু। সে কি?

আবু। আর সে কি? ও মশু ভুতুড়ে মাগী। আজ কি বার?

মশু। আজ এতবার।

আবু। তবেই ত! এই এতবারের মড়া পেলে এখনি দানা জাগাবে। ওই দেখ, ওই মস্তর পড়তে পড়তে আসচে।

মশু। বটে বটে! তবে আমি স'রে পড়ি।"

আবু। ওঠ কি পড়, অমনি দৌড় মার। দেখ, খবরদার, যেন মাগী ছোঁয় না।

মশু। ভাগ্যিস তুমি আমায় সেয়ানা ক'রে দিলে।

[মশুরের পলায়ন।

আবু। রোশেনা, রোশেনা, তুমি ওঠো, এবার আমি মরি।

রোশে। তা মর মর; আমি বাঁচলুম—মুখে চাপ দে আমার হাঁপ ধরেছিল।

আবু। এইবার তুমি খুব গলা ছেড়ে কান্না যত পার, হাঁপ ছেড়ে চেঁচাও।

(দাইয়ের প্রবেশ)

দাই। পোড়ারমুখো মশুর মরে না? অহঙ্কার দেখেছ, মটমট্ করছে! বলছে ছুঁসনে, মর্; মর্! এত তেজ কিসের?

রোশে। ওগো, আমার কি হ'লো গো! আমার আবু কোথায় গেল গো, ওগো, আমার কি সর্বনাশ হ'লো গো, ওগো, আমার কি হবে গো!

দাই। এত লোক মরে, মশুর মরে না? শোন্ রোশেনা, কাঁদিস্ এখন, আমায় আগে বল্, আমায় বেগম্ সাহেব দেখতে পাঠিয়েছে, তুই বলছিস কি আবু মরেছে?

রোশে। ওগো! আমার আবু মরেছে গো! আবু মরেছে! এই কাপড় মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছে।

দাই। এই যে দেখছি নড়চে!

রোশে। নড়চে, তবে দেখছি মশুর সর্বনাশ ক'রে গেছে!

দাই। কি কি, মশুর কি ক'রেছে?

রোশে। এইমাত্র মন্ত্র প'ড়ে দানা চেলে আনলে; বলছিল, দাই মাগী এলে তার ঘাড় ভাঙ্গিস্! তার ঘাড় ভাঙ্গিস্!

আবু। হুঁ, আমি খাব,—আমি খাব।

রোশে। ও মা, আমি কোথায় যাব? এই দেখ, খাব খাব কচ্ছে।

আবু। হুঁ, দাই মাগীর মাথা খাব,—দাই মাগীর মাথা খাব!

দাই। ও মা গো! বাবা গো!

[পলায়ন।

আবু। রোশেনা। আর খাওয়া হলো না। ঐ দেখ, বাদশা ও বেগম আসচে। তুমি এক পাশে মর, আমি একপাশে মরি।

(উভয়ের কাপড় মুড়ি দিয়া শয়ন)

(বাদশা ও বেগমের প্রবেশ)

হারু। বেগম! সত্যই দুঃখের বিষয়! সত্যই দুঃখের বিষয়! রোশেনাকে স্নেহ কর্‌তে, রোশেনা নাই, মরেছে! মশুর কি আমার সাম্‌নে মিছে কথা কইতে পারে?

বেগ। পথে দাই কি মিছে কইলে? বুড়ো মাগী ভয়ে কাঁপতে এসে পড়লো, আবু মরেছে!

হারু। তবু তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না? কই, এখানে ত কেউ নেই? এই যে দুটো কি প'ড়ে আছে।

(মশুরের প্রবেশ)

মশু। কাছে যাবেন না, কাছে যাবেন না। ঐ রোশেনা মরেছিল, দাই মাগী দানা চেলে আবুকেও মেরেছে।

(দাইয়ের প্রবেশ)

দাই। বেগম সাহেব! কাছে যাবেন না, কাছে যাবেন না, আবু মরেছিল, মশুর দানা চেলে এনে রোশেনাকেও মেরেছে।

(গীত)

মিশ্র—দাদ্‌রা।

উভয়ে।—ও বড় দামাবাজ—ও বড় দানাবাজ।

মশু।— চোপ চোপ দানাওয়ালী,
নেহি তোমার লাজ,
শাঁহাপনা, এ বড়া দানাবাজ;
এ বড়া দানাবাজ।
দাই।— আবি যাদু ছোড়া,
ছোটী দাঁত কড়মড়া,
মশু।— হুজুর! এ বিড়বিড়া
দানা আয়া জিড়জিড়া.
দাই।— চোপ্ চোপ্! বাত ব'ল থোড়া,
মশু।— চোপ্ চোপ্! গোস্তিকি বুড়া।
উভয়ে।
তেরা, সরম নেহি, ছোড়তা আওয়াজ
এ বড়া দানাবাজ, এ বড়া দানাবাজ।

হারু। আচ্ছা মশুর! কে আগে মরেছে?

মশু। হুজুর, রোশেনা আগে মরেছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দাই মাগীর দানা আবুর ঘাড় ভেঙেছে।

দাই। বেগম সাহেব! আবু আগে মরেছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মশুরের জ্বিন রোশেনার ঘাড় ভেঙ্গেছে।

(গীত)

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

মশু।—
ছোড় দাগাবাজী, ছোড় দাগাবাজী।
থোড়া চলেগা তেরা কারসাজী॥
দাই।— হিঁয়া বেগম্ সাব,
থোড়া চলেগা তেরা দাগাবাজী।
মশু।— হিঁয়া খাড়া জনাব
থোড়া চলেগা তেরা কারসাজী॥
দাই।— বেইমান খামাকা এত্তা জুলুম,
মশু।— কেসবা হুয়া, আবি হোগা মালুম,
দাই।— তোম্ কিয়া হায় খুন
মশু।— তোম্ কিয়া হায় খুন.
দাই।— তেরা গর্দ্দান লেনেকা হোগা হুকুম,
হিঁয়া বেগম সাব আবি দেগা হুকুম;
মশু।— থোড়া চুপ্ চাপ্ রও,
আবি দেখগে ধুম;
আবি দেখগে ধুম
দাই।— আবি শিখলে যেসা পাজী।
উভয়ে।— তোম্ শিখলে যেসা পাজী॥

হারু। এ তো কিছু বুঝতে পারছিনি, এ কি সত্যি যাদু না কি?

মশু। হাঁ হুজুর!

দাই। ক্যা হাল হোয়ে দেখ মশুর!

মশু। ছোড় দেও আওয়াজ বেসুর।
যাদু হ্যায় দেখিয়ে হুজুর!

দাই। তেরা ছাঁটেগা নাক,
তেরা গর্দ্দানা কাট্‌কে পিটেগা ঢাক।

মশু। তোম দাগাবাজ খুব।

দাই। চোপরাও বেকুব!
মান্ লেও তেরা কসুর।

হারু। বেগম! কিছু বুঝতে পার্‌ছো?

বেগ। না, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি।

হারু। আচ্ছা, সকলে শুন! আমার এই প্রতিজ্ঞা, কে আগে মরেছে, যদি আমায় বলে, তারে আমি এখনি হাজার আসরফী পুরস্কার দিই।

বেগ। আমার এই প্রতিজ্ঞা, কে আগে মরেছে, যদি আমায় বলে, তারে আমিও এখনি হাজার আসরফী পুরস্কার দিই।

আবু। (উঠিয়া) আমি জনাব! আগে মরেছি।

রোশে। (উঠিয়া) বেগম সাহেব, আমি আগে মরেছি।

হারু। আচ্ছা আবু! তুই কি দুঃখে মলি?

আবু। জনাব, পেটের দায়।

বেগ। রোশেনা, তুই কি দুঃখে মলি?

রোশে। স্বামীর জ্বালায়!

(আবুর মা'র প্রবেশ)

আ-মা। ওরে আমার সর্ব্বনাশ হলো, আমার বউ-বেটা মলো।

আবু। ও মা, কাঁদিস্ কেন? এই বেঁচে উঠেছি।

আ-মা। ও বাবা! হাঁ বাবা! বেঁচে উঠেছ বাবা! সত্যি বাবা! বউ মা?

রোশে। এই যে, আমিও বেঁচে উঠেছি!

আ-মা। বাবা, মা! আর এমন দু'জনে পরামর্শ ক'রে মরো না।

আবু। মা! চেঁচিও না। বাদ্‌শা-বেগমকে সেলাম কর।

আ-মা। অ্যাঁ, বাদ্‌শা! আমি মনে করেছি মোসাফের, আমার কুটীরে যে বাদ্‌শা-বেগমের পদার্পণ হবে, এ আমি স্বপ্নেও জানি না।

হারু। বুড়ি, আমি সেই মোসাফের তোমার ছেলের বন্ধু।

বেগ। আমি এই মোসাফেরের রাণী—তোমার পুত্রবধূ আমার কন্যা।

(সখীগণের প্রবেশ ও গীত)

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

ভাল হ'লো শেষ ভালই ভাল।
ভাগর ভালর গে'ল মিটেছে,
ভালয় ভালয় ফিরে চল॥

যে শোনে এই কাহিনী, সুখে তার যায় যামিনী
কেমন মজা করলে সুলতান,
মন রেখে নয় ভাল [illegible]
ভাল [illegible] সবাই বল,
ঘরে গিয়ে সব দেখবে আলো॥

যবনিকা-পতন